কবর কি পহেলি রাত

সুফি মুহম্মদ ইসমাইল

অনুবাদ

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

ঐতিহ্য

হজরত মাওলানা আবদুস সামাদ
মাজহেরী
দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদকের আরজ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি অসীম দয়ালু আর অতীব কৃপাবান।

'কবর কি পেহেলি রাত' গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলাম কয়েক বছর আগে। বইটি কম্পোজ ও প্রুফ হওয়ার পর অনেকদিন অপ্রকাশিত ছিল। এবার গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো।

আমার আরো অনেক গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থটিও প্রকাশ করলেন ঐতিহ্য'র সম্মানিত প্রকাশক আরিফুর রহমান নাইম।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ যে, এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে নাইম সাহেব এক মহৎ কাজের আঞ্জাম দিলেন।

বিনীত

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস
বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা।
১৬ অক্টোবর ২০২৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলকবরু মুনতাজিরুন ইলাইকুম ওয়া আনতুম ফি নৌমিল গাফলাতি নাইমুন :
নশ্বর দুনিয়া থেকে আখিরাতের সফরের প্রথম মঞ্জিল

কবর কি পহেলি রাত
কবরের প্রথম রাত
প্রতিটি মানুষের মৃত্যু অবশ্যই আসবে এবং এই দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব হবে; এ জন্যই আজ থেকেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি শুরু করো।

নিবেদন

ভাইসব! বয়সের এই পুঁজি দিনরাত। সকাল-সন্ধ্যা শেষ হয়ে আসছে। মানুষ প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু এবং নিজের আখেরি মঞ্জিল কবরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আফসোস। যে ভুলক্রমে কখনো চিন্তাও করে না এবং এদিকে মনোযোগও দেয় না যে অনতিবিলম্বেই তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারপর বিরান ভূমি সুনসান কবরস্থানের অন্ধকার ঘাঁটিতেই তাকে থাকতে হবে।

এ বিষয়ে চিন্তা ও ভাবনার জন্য এই পুস্তক 'কবর কি পহেলি রাত' (কবরের প্রথম রাত), যা আপনাদের হাতে আছে, কবরস্থানে বসে অনেক পরিশ্রমসহকারে মুসলমান ভাইদের কল্যাণার্থে লিখেছি এবং প্রকাশ করিয়েছি।

অতএব, শুরু থেকে শেষ অবধি পুরো বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, অন্যদের শোনান এবং তারপর আমলও করুন।

আমার মতো দীনহীন গরিবের কথাও দোয়ায় স্মরণ করবেন। সম্ভবত, খোদাবন্দ করিম আপনারই দোয়ায় আমার দোষত্রুটি মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এর উপযুক্ত বদলা দেবেন।

আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন এ বইটি মুসলমান ভাইবোনদের জন্য সুফলদায়ক করে দেন এবং নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমিন!

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কবরি ওয়া আজাবি জাহান্নাম। কিয়া রাব্বিগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়া আন্তা খাইরুর রাহিমিন।

বিনয়াবনত
সুফি মুহম্মদ ইসমাইল
কবরস্থান, মালের কোটলা
পাঞ্জাব, ভারত
জিলহিজ ১৩৬৭ হিজরি

সূচি

প্রথম খণ্ড

আল্লাহ তাআলার দরবারে ১৯
বরগাহে ইলাহিতে মোনাজাত ২০

প্র থ ম পা ঠ

মৃত্যুর স্মরণে ২৩
কবিতা ২৩
নাত শরিফ ২৪
জানাজা ২৪
কবিতা ২৫
শোক ও অনুতাপের দিন ২৫
কবরবাসীর ফরিয়াদ ২৬
নসিহতের শের ২৬
জীবনের সবক ২৯

দ্বি তী য় পা ঠ

বিদায়ে ভাষা ৩২
রমজান শরিফের অবসরে বিদায়ের ভাষা ৩২
হুজ্জাতুল বিদা ৩২
বিবাহের সময় বিদায়ের ভাষা ৩২
বিয়ের প্রস্তুতি ৩৩
কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মউত ৩৩
কেমন সংবাদ? ৩৪
কন্যার বিয়ের প্রস্তুতি ৩৪
আসল বিদায় ৩৪
কন্যার সাজসজ্জা ৩৫

সাচ্চা বর ৩৫
দুনিয়ার বর-কনে ৩৬
আজকের রাত ৩৬
মরণপথের যাত্রীর ডোলা ৩৭
কনের প্রথম রাত ৩৭
মৃতের প্রথম রাত ৩৮
নসিহত ৩৯

তৃতীয় পাঠ

কবরের রাত ৪১
কবরের আওয়াজ ৪১
আমরা ভুলে গিয়েছি ৪২
জীবনের আনজাম ৪৩
আজকের রাত ৪৫
এখনো গাফিলতি দূর করে নাও ৪৫
দুঃখগাথা ৪৯

চতুর্থ পাঠ

মৃত্যুকে স্মরণ রাখার হুকুম ৫৪
এক হাকিমের কিসসা ৫৫
সবচেয়ে সমঝদার ব্যক্তি কে? ৫৫
হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)-এর কিসসা ৫৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ৫৬
এবং নাদান কে? ৫৬
আয়েশ-আরাম নষ্টকারী মৃত্যুর জিকির ৫৭
মনে রেখো মৃত্যুর স্মরণ ৫৭
মৃত্যুর কাঠিন্য ও ভয় ৫৮
মৃত্যু থেকে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ৫৯
প্রাণ বেরোনোর কষ্ট ও আত্মার সাথে শরীরের সম্পর্ক ৫৯
প্রাণ বেরোনোর সময় মানুষের অবস্থা ৬০
মৃত্যুর সময়ে শয়তান ৬১
হেকায়েত ৬১
হজরত মুসা আলাইহিস সাল্লামের কিসসা ৬২
মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলের আকৃতি ৬৩
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সাল্লামের কিসসা ৬৩

অনুগত ও নেক বান্দাদের জন্য মালিক-উল-মউত ৬৪
নেক বান্দাদের মৃত্যু ৬৪
শয়তানের কান্না ৬৫
অন্য কিসসা ৬৫
মালিক-উল-মউতের কথাবার্তা বলা ৬৬
রুহ বেরিয়ে যাওয়ার পর ৬৬
রুহের আসমান গমন ৬৭
নসিহত ৬৭
কবরে নেক আমলের মর্যাদা ৬৮
কবরে বান্দার সাথে হিসাব-কিতাব ৬৯
দুই ফেরেশতা মুনকার-নকিরের সওয়াল ৬৯
অবাধ্য বান্দার মউত ৭০
আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন গজবিকওয়ান্নার ৭১
কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল ৭১
নজম ৭৩
ইবরতনামা মৃত্যুগাথা ৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড

প ঞ্চ শ পা ঠ
নজম ৮১
মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল কবর ৮১
হজরত সাবিত বনাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিসসা ৮২
বিপদের অট্টালিকা ৮৩
দুনিয়া রাস্তা এবং আখিরাত গন্তব্য ৮৪
মৃত্যুর স্বাদ ৮৪
নজম ৮৫
কখন মৃত্যু আসবে কেউ জানে না ৮৫
নসিহত ৮৬
মৃত্যু কাউকে লিহাজ করে না ৮৭
আল্লাহর শান এটাই যে... ৮৮
মৃতকের অনুতাপ ৮৮
হজরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জানাজা ৮৯
হজরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়ান ৯০
মৃত্যুকে সব সময় স্মরণ করো ৯০

মৃত্যু সকল স্থানে এবং সর্বাবস্থায় আসবে ৯১
মৃত্যুকে স্মরণ করার পদ্ধতি ৯২
মানুষের জীবন মেহমান ৯৩
যৌবন যাবে, বার্ধক্য আসবে ৯৪
দুনিয়ায় পথচলা মুসাফিরের মতো থাকো ৯৫
জালিম ও অবাধ্যদের পরিণাম ৯৫
আজই সময় ৯৬
নসিহতের সবক ৯৮

তৃতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ পাঠ

হজরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ফরমান ১০১
হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর ঘটনা ১০২
হজরত আজমি রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিসসা ১০৪
কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা ১০৪
এক মজলিশের কিসসা ১০৬
কিসসা ১০৭
মৃত্যুর সময় অন্তরঙ্গদের চেহারা দেখানো হয় ১০৭
কিসসা ১০৮
দোয়া ১০৮

প্রথম খণ্ড

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে

ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিক আস্তাগি-সা আসলিহলি সানি কুল্লাহু।

হে (আমাদের) পরম প্রতিপালক! (আমি) তোমার রহমতের কাছে ফরিয়াদ করছি, তুমি আমার পুরো অবস্থা ঠিক করে দাও।

ওয়াসআলুকাল ইয়ুসরা ওয়ালমুআকাতি ফিদদুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহুম্মাফু আন্নি ফাইন্নাকা আফুব্বুন করিম।

এবং আমি তোমার কাছ থেকে সহজতা কামনা করছি, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। হে মাওলা! আমাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল এবং পুরস্কারদাতা।

দুনিয়া থেকে প্রভাবেই প্রস্থান করুক তোমার দাস। তোমার স্মরণে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে থাকুক, মুনকির-নকির এসে দিয়ে যাক তোমার সুসংবাদ– তোমাকে অভিনন্দন, পবিত্র হোক তোমার নাম। হাশরে পৌঁছে এই নিশানা লাভ হোক তোমার, নবী (সা.)-এর হাতে কওসারের পেয়ালা হোক তোমার। লোকের সামনে তুমি আমায় কোরো না অপমান, হে প্রভু! তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিনীত গোলাম তোমার। তোমার দয়ায় আমাকে শামিল করো মধ্যে তাঁদের, যাঁদের ওপর হারাম হবে তোমার আজাব, প্রভু!

সৈয়দে আলম হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ

আল্লাহুম্ম সাল্লিআল্লা মিরআতি জামালিক সাইয়্যিদিনা ওয়া মওলানা মুহাম্মদিউ ওয়া সিলাতি ইলাইকা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়াসসালিম আলাইহি।

সাল্লিআলা রসুলিনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন

সাল্লিআলা নবিয়্যিনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন
সাল্লিআলা নবিয়্যিনা সাল্লিআলা মুহম্মাদিন
সাল্লিআলা শফিইনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন
সাল্লিআলা রহিমানা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন
সাল্লিআলা নজীরিনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন
সাল্লিআলা জামালিনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন
সাল্লিআলা কামালিনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন
সাল্লিআলা হুজুরিনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন
সাল্লিআলা নুরিনা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন

কোন গুণেরই বর্ণনাতে তুলব ভরে আমার হৃদয়, নবী ।
স্বয়ং খোদা বলে দিলেন সাল্লিআল্লা মুহাম্মদ ।
খোদার পরে প্রশংসিত, নাত ও দুরুদ তোমার 'পরে
রওজা পাশে গিয়ে শোনাও সাল্লিআলা মুহাম্মাদি ।
থাকবে নাকো দুঃখ কোনো কবর, হাশর, পুলসিরাতে
হৃদয় আমার ভরে থাকুক সাল্লিআলা মুহাম্মাদি ।
সাল্লিআলার 'পরে সকল আরাম হাশর মাঠে
দেখো, দেখাও কী মজা নাম সাল্লিআল্লা মুহাম্মাদি ।
মনের কালিমা দূর করে দাও সাল্লিআলার নুরে
জান্নাতেরই রাস্তা সিধা সাল্লিআলা মুহাম্মাদি ।
ইয়া রববি সাল্লি ওয়াসাল্লিম দায়িমান আবদা,
আলা হাবিবিকা খাইরিল খালকি কুল্লি হিম

বরগাহে ইলাহিতে মোনাজাত

প্রভু আমি বান্দা নাদান, হাত তুলেছি তোমার প্রতি
ক্ষমা করো, প্রভু আমার, ক্ষমাকারী মহান অতি ।
তুমি ছাড়া প্রভু আমার
বান্দা যাবে কোথায় তোমার
মনের অসুখ, মনের দাওয়াই, কোথায় পাবে আমার মতি ।
ঘর ও বাড়ি সব ছেড়েছি, হে মোর প্রভু, বাকি পথ ধরেছি আমি দামন তোমার হে মোর প্রভু জগৎস্বামী ।

তুমি ছাড়া আর কেই নাই
শুধুই তোমার আশ্রয় চাই
প্রভু তুমি, দয়ালু তুমি, বেকার আমি মুক্তিকামী॥
কোথায় যাব, তোমায় ছাড়া, তুমি ছাড়া আর কেহ নাই।
খুঁজব আমি আর কাকে গো, তোমার সমান কেইই নাই॥
গাফলিয়াতির নিদ্রা মাঝে
সময় কাটে দিন ও রাতে
অলসতা দূর করে দাও, প্রভু তোমার আশ্রয় চাই॥
শয়তানেরই চক্রে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমি।
তোমার আদেশ না মেনে তাই হয়েছিলাম বিপথগামী॥
হৃদয় আমার আসে ভরে
সেই সে বেভুল ভুলের তরে
আমার এ ভুল ক্ষমা করো, প্রভু আমি মুক্তিকামী॥
আমায় তুমি মাফ করে দাও একটিবারের তরে।
তোমার দয়ায় দাও গো আমার শূন্য হৃদয় ভরে॥
ওই দিনেরও খবর নিয়ো
আমার কাজের হিসাব নিয়ো
এই লোকে আর ওই লোকেও দিয়ো গো মাফ করে॥
পাপের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, ভারী আমার চেয়ে।
পারি না আর চলতে আমি পাপের বোঝা বয়ে।
আসছে জীবন ছোট হয়ে
যাচ্ছে আয়ু ক্ষয়ে ক্ষয়ে
চলতে আমি পারছি না আর জীবনতরি বেয়ে॥
মরার হুকুম জারি হবে তখন আমায় হবে যেতে।
ডাকবে তুমি রোজ হাশরে আমার কাজের হিসাব নিতে॥
প্রভু আমার তুমি আমার
আমি তোমার তুমি আমার
চলব আমি তোমার পথে আমার কাজের হিসাব পেতে॥
তোমার কাছে কত লোকে কত কিছুই চায়।
আমার হৃদয় শুধুই তোমার প্রেমের নিদেন চায়॥
বুকে আমার উঠছে ব্যথা
হিয়ায় শুধু তোমার কথা
তোমার ও নাম জপলে হিয়া শান্তি শুধু পায়॥

ব্যথার তুফান উঠল হিয়ায়, বুকে শুধু আশা আশা ।
হৃদয় আমার বিরান হলো পেতে তোমার ভালোবাসা॥
বুকে আমার একটি আশা প্রভু
বিমুখ যেন না হই আমি কভু
এই মোনাজাত কবুল করো, শুধু এটাই আমার ভাষা ।
বুকের আমার রইল শুধু ক্ষমা পাওয়ার আশা॥

প্র থ ম পা ঠ

মৃত্যুর স্মরণে

নশ্বর দুনিয়া থেকে...আখিরাতের সফরের প্রথম মঞ্জিল।
কবরের প্রথম রাত...বা আখিরাতের দরজা।

কবিতা

বন্ধু, যখন দুনিয়া থেকে চলে তোমার যেতে হবে,
এই, শহর থেকে বেরিয়ে তোমার জঙ্গলেতে আবাস হবে।
আঁধার সে যে কঠিন ঘরে রবে না বালিশ, রবে না খাট
কঠোর কঠিন সেই সে ঘরে মধুর কিছুই মনে না হবে।
সেই সে দিনের ভয়ে মরি। না জানি হায় কোন সে দিন
যেই দিন এই আকাশ-জমিন কেঁদে জরোজরো হবে।
জানা আমার নেই সে যে হায় আমিই-বা কার কেই-বা আমার
না জানি সেই হাকিম হতে কেমন করে মুক্তি হবে॥
আল্লাহুম্মা ইকইনি অজাবাকা ইয়াউমা ওয়া
তুব আসু ইবাদাকা।

–হে আল্লাহ, হাশরের দিনে তুমি আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কোরো।

নাত শরিফ

যেদিন তোমার টুটবে এ দম, যখন তুমি রওনা হবে
সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না তুমি বড়ই একা হবে।
বিদায় হওয়ার সময় যখন
দেখবে তোমার আত্মীয়জন
চেহারা দেখে দুঃখে ও শোকে কেঁদে জরোজরো হবে॥
জানটি তোমার আসবে নিতে সেই যে মালিক-উল-মউত
কিনারা করে নেবে তোমার মিথ্যা যত শান ও শওকত।
ওই সময়ে দমটি তোমার একেবারেই টুটে যাবে॥
গোসল দিয়ে আত্মীয়জন অঙ্গে তোমার কাফন দেবে
জানাজারই নামাজ পড়ে কবরে তোমায় দাফন দেবে
দু'গজ কাপড় শুধুই তোমার চিনে নেবার নিশানা হবে॥
কবর হবে শেষ ঠিকানা থাকবে একা আঁধার ঘরে
ফেরেশতারা যাবেন যখন কাঁপবে তখন কঠিন ডরে।
কাকে তুমি ডাকবে তখন, তখন তোমার বয়ান হবে॥
দুই জাহানের নেতা যিনি তাঁকেই অনুসরণ করে।
দুনিয়া থেকে পুণ্য-নেকির তোমার ঝোলা নাও ভরে।
তবেই জেনো স্বর্গে তোমার চিরকালের মকান হবে॥
সঙ্গী তোমার কেউ হবে না সেই সুকঠিন রোজ হাশরে॥

জানাজা

বন্ধু আমার। যখন তুমি কোনো জানাজা নিয়ে কবরস্থানে গমন করো, তখন তুমি এ কথা মনে জায়গা দিয়ো যে একদিন এই রকমই আমার জানাজাও ওঠানো হবে। বুদ্ধিমান সে-ই, যে অন্যের জানাজা দেখে উপদেশ গ্রহণ করে। মূর্খও সে-ই, যে অন্যের জানাজা দেখে কোনো উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করে না। সৌভাগ্যবান সে-ই, যে বয়স কম পেয়েছে এবং নেকি বেশি কামিয়েছে। অভাগা সে-ই যে বয়স বেশি পাওয়া সত্ত্বেও কোনো নেকি কামায়নি।

কবিতা

চারজনেরই কাঁধে চড়ে যাওয়া কথা মনে করো বুদ্ধিমান ।
এবার তোমার ঠিকানা জেনো হবে আঁধার গোরস্তান ।
জিজ্ঞাসিবেন প্রতিপালক স্রষ্টা যিনি এই জগতের
জীবৎকালে স্মরণ কি গো রেখেছিলে আমার নাম?
পাঠিয়েছিলাম ধরার বুকে আমার ইবাদতের তরে
কিংবা আমি পাঠিয়েছিলাম গাফলত আর গুনাহর তরে?
এই কথারই কোন সে জবাব দেবে তুমি বুদ্ধিমান
হিসাব তলব নেবেন জেনো আল্লাহ সর্বশক্তিমান॥
আল্লাহুম্মা হাসিনবি হিসাবাইয়্যা ইয়াসিরা
– হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন আমার হিসাব সহজ করে দিয়ো ।

শোক ও অনুতাপের দিন

এখানে যে এসেছে জেনো যেতে হবে তার একদিন ।
মরতে যখন হবেই তখন কী চিন্তা তার মনের মাঝে?
নবী, অলি, রাজা-প্রজা, আমির কিংবা ফকির তাকে–
মিনহা খালাকনাকুম– শোক ও অনুতাপের দিন–
গুজরে গেছে সবার তরে পায়নিকো যে রেহাই কেউ ।
পশ্চিম হতে পূর্বাবধি একটি আওয়াজ সদাই ছিল
অবশেষে দুগজ জমিন ঠিকানা তাদের হলো একদিন॥
সকল যুগে সকল কালে একটা কথা সবার তরে
ছোট-বড় সকল জনে এক মাটিতেই হইবে বিলীন॥
শান্তি-সুখের বড় আশার জীবনখানি হবেই শেষ
অন্ধকার সে কবর মাঝে ঠিকানা জেনো হবে একদিন ।
বলছিল কেউ বধূকে তার একটি কথা শুনে রাখো–
ধূলির ধরায় মিশে যাবে সোনার দেহ সে একদিন॥
এক জানাজায় শোকের মাঝে কইনু আমি দুঃখভরে
দেখেছিল সে-ও এমন একই জানাজা আরেক দিন ।
বলল সে যে, হলেও গাফিল উপায় নেই
একটি দমেই জীবন যাবে জেনে রেখো যেকোনো দিন॥

আসবে যখন মরণ সময় থামাতে কেউ পারবে নাকো–
একটিও দিন, একটুখানি সময়ও আর মুহূর্ত যে
হাসবে যত নাও হেসে নাও হে বাগানের বুলবুলি
তারপরে তো কান্না আছে খাক হবে তো সে একদিন॥
কী-বা নবী আউলিয়া ও আরো কত সাধকজন
ধূলির ধরা ছেড়ে জেনো যেতেই হবে সে একদিন ॥
আল্লাহুম্মা আহইজি মুসলিমিন ওয়া আমিতনি মুসলিমা
– হে আল্লাহ, আমাকে ইসলামে জীবিত রাখো
এবং ইসলামে মৃত্যু দিয়ো॥

কবরবাসীর ফরিয়াদ

তোমরা যখন আসবে হেথায় আমার জিয়ারতে ।
তোমরা তখন দোয়া কোরো তোমাদেরই হৃদয় হতে॥
এসেছিলাম গুলার বনে ভ্রমণ শেষে চলে গেলাম
ভাবছি আমি ধূলির ধরায় কীই-বা করে চলে এলাম ।
পথিক সবে হেথায় এসে কিছু পড়ে বখশে দিয়ো
মনে যদি থাকে তোমার শিক্ষা একটু নিয়ে যেয়ো॥
যখনই কেউ যাবে চলে নীরব-নিথর বস্তি দিয়ে
মোর কবরে একটু ফাতিহা পড়েই তবে চলে যেয়ো॥
ফি সাবিলিল্লাহ করম এতখানি করে দিয়ো
এই না চিজের তরে তুমি একটি ফাতেহা পড়ে যেয়ো॥
বিরান ভূমি একলা কাঁদে আরো কাঁদি কবরবাসী
তোমার কাছে ফাতিহা এক পাওয়ার বড়ই প্রত্যাশী॥

নসিহতের শের

১. জানে ওয়ালে কভি নেহি আতে,
জানে ওয়ালো কি ইয়াদ আতি হ্যায় ।
– যে যায় সে কখনো ফিরে আসে না
কিন্তু তার কথা মনে আসে ।

২. রাহ গিরো কা বনধা হ্যায় তাঁতা
থেকে হ্যায় আতা য়েক হ্যায় জাতা ।
– রাস্তা গিরা গিয়ে বাঁধা
একটি যাওয়ার একটি আসার ।

৩. জো আয়া হ্যায় উসকো জানা হ্যায়
জো বি গিয়া উসকো নেহি ফির আনা ।
– যে এসেছে তাকে চলে যেতে হবে
যে গিয়েছে সে আর কখনো ফিরবে না ।

৪. জো কুছ যে কভি যে অব কুছভি নেহি হ্যায়,
টুটে হুয়ে পিঞ্জরে পড়ে অব জেরে জমি হ্যাঁ ।
– যা কিছু ছিল তা কখনো ছিল এখন কিছুই নেই,
ভাঙা খাঁচা পড়ে আছে এখন বিরান ভূমে ।

৫. দুনিয়া কা য়হ আনজাম হ্যায় দেখ আয় দিলে নাদান,
হাঁ ভুল ন জাব তুঝে ওয়া মদফনে বিরা ।
– দুনিয়ার এ আনজাম দেখে নাও হে হৃদয়হীন
হ্যাঁ, ভুলে যেয়ো না, তোমার সেই দাফনভূমি ।

৬. জিসকো গরুর আজ, হ্যায় য়া তাজেরি কা,
কল উসপে য়হি শোর ফির নোহা গিরিকা ।

৭. উমর মত যো রায়েগা, দুনিয়া সে দিল মত লগা
ইস বেওয়াফা সেয়েকদিন বহুত তু পছতায়েগা ।
– বয়স ছাড়বে না, দুনিয়ায় মন দিয়ো না
এই অমনোযোগিতার ফলে একদিন তুমি খুবই পস্তাবে ।

৮. ইয়াদ রাখ যে দৌলত ওয়া মাল সব বেকার হ্যাঁয়
ইয়াদ রাখ তেরে লিয়ে য়ে সব বাইসে আজার হ্যাঁয় ।
– মনে রেখো এ ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততি সব বেকার,
মনে রেখো এসব তোমার জন্য এসব বড় বোঝা ।

৯. মউত আয়েগি জব তব
মালুম হোগা তুঝে
কিস কদর গাফলত মেঁ তেরি জিন্দেগি কি দিন কাটে ।
– মৃত্যু তখন আসবে তখন তুমি বুঝবে
কেমন গাফিলতিতে কেটেছে তোমার জীবনের দিনগুলি ।